সংবাদ

তারিখ 17 JUL 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ছাত্রলীগের আসন্ন সম্মেলন

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চান নেতা নির্বাচনে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

আগামী জুলাই মাসের ২৫-২৬ তারিখে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন। তবে বিভিন্ন জেলা কমিটিতে যোগ্যতা বিবেচনা ছাড়াই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। তাই সামনের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে নেতা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশা করছেন ছাত্রলীগের পদপ্রত্যাশী নেতাকর্মীরা। অন্যথায় আবারো পকেটস্থ করার মাধ্যমে সিন্ডিকেট ঐতিহ্যবাহী ছাত্রলীগকে 'আঞ্চলিক সমিতিতে' পরিণত করতে পারে বলে এ আশঙ্কা করছেন নেতারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক কেন্দ্রীয় নেতা আশঙ্কা করছেন, রাজধানীর সেগুনবাগিচা কেন্দ্রিক ছাত্রলীগের সাবেক নেতার নেতৃত্বে যে সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে তা থেকে ছাত্রলীগকে বের করা না গেলে, সংগঠনটি তার ভাবমূর্তি হারাবে।

গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ছাত্রলীগের কমিটিতে চলমান কেন্দ্রীয় নেতাদের আশীর্বাদ নিয়ে নতুন নেতা নির্বাচন হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এবার সবার দৃষ্টি কেন্দ্রীয় সম্মেলনে। জানা যায়, সিন্ডিকেটের মূল হোতা সাবেক এক সভাপতি কেন্দ্রীয় সম্মেলনে নিজের পছন্দের লোক বের করার চেষ্টা করছেন। এমতাবস্থায় ত্যাগী ছাত্রলীগ নেতাকর্মী, যারা আসন্ন সম্মেলনে পদপ্রত্যাশী তারা চাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী এ সম্মেলনে হস্তক্ষেপ করুক। কারণ ভোটের নামে সিন্ডিকেট নিজেদের মতো করে পছন্দের কাউকে নেতা নির্বাচন করে।

সিন্ডিকেটের বাইরের প্রার্থী ও ১/১১'র ছাত্র আন্দোলনে যাদের সাহসী ভূমিকা ছিল, সে পর্যায়ের নেতারা এবারের ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আসার কথা। কিন্তু ঐ নেতারা যাতে নেতৃত্বে না আসে সেজন্য বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র করছে অভিযুক্ত এ সিন্ডিকেট। প্রধানমন্ত্রীর : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

প্রধানমন্ত্রীর : হস্তক্ষেপ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

তারই একটি তথাকথিত বয়স (২৯ বছর)। বয়সের ফাঁদে ফেলার জন্যই কেন্দ্রীয় সম্মেলনের তারিখ আড়াই মাস পিছিয়ে (৮ মে সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা ও সম্মেলন ২৫-২৬ জুলাই) ঘোষণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রলীগের নের্তৃত্বে আসতে পারে এমন কয়েকজন নেতা। কারণ ২৫ জুলাইয়ের কয়েকদিন আগেই তাদের বয়স ২৯ বছর পূর্ণ হবে।

চলমান কেন্দ্রীয় কমিটিতে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদে ত্যাগী ও যোগ্য নেতা থাকায় তাদের নেতৃত্বের যে পরিপক্কতা আসছে তাতে ভীত হয়ে পড়েছে ছাত্রলীগের এ সিন্ডিকেট। তাই ঐসব নেতাদের বাদ দেয়ার জন্য চলছে সব আয়োজন। সরকারি হিসেবে সার্কুলার জারির দিন থেকেই বয়স হিসেব করার নিয়ম থাকলেও ছাত্রলীগ করতে চায় তার উল্টো। যেদিন সম্মেলন সেদিন থেকেই তারা বয়স গণনা করতে চায়।

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলো জানিয়েছে, মূলত ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে এ সিন্ডিকেট ছাত্রলীগকে পকেটে ভরার চেষ্টা করে থাকেন। সিন্ডিকেটের সুনজরে না থাকলে ত্যাগী ও সক্রিয় নেতারাও গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বঞ্চিত হন। যে কারণে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের চেয়ে নেতৃত্বপ্রত্যাশীরা সিন্ডিকেটের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে ঐতিহ্যবাহী এছাত্র সংগঠনটি দিন দিন সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে বলে মনে করেন বিশিষ্টজনেরা।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণের তীব্রতা প্রমাণিত হয় সর্বশেষ ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের দুই শাখার কমিটি গঠন নিয়ে। প্রায় পাঁচ বছর পর নবগঠিত এ দুই কমিটি গঠন নিয়ে গুলিবর্ষণ, হামলা ও ব্যাপক মহড়ার ঘটনা ঘটেছে। কমিটি ঘোষণার জের ধরে ছাত্রলীগের আধ্যাত্মিক গুরু খ্যাত এবং সিন্ডিকেটের মূল হিসেবে পরিচিত সাবেক সভাপতি লিয়াকত শিকদারের বাসায় হামলা চালিয়েছে মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের বিদায়ী সভাপতি আনিসুর রহমান আনিসের নেতৃত্বে পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা। এ সময় অন্তত ২০ রাউন্ড গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে ছাত্রলীগের সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম সিন্ডিকেটের বিষয়টি বারবার অস্বীকার করে আসছেন।

তবে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার একাধিক প্রতিবেদন এবং ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলোর তথ্যানুযায়ী এই সংগঠনের নেতৃত্বে নির্বাচনের মেকানিজম একটি অতি পরিচিত শব্দ। ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতা থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত সর্বত্রই এখন বদ্ধমূল ধারণা- সিন্ডিকেটের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে ছাত্রলীগের নেতা হওয়া যায় না। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, যেহেতু ছাত্রলীগ বর্তমানে লিয়াকত সিন্ডিকেটের হাতে রয়েছে, তাই তার সুনজর পেতে তার সেগুনবাগিচার বাসায় ছাত্রলীগের বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের অফিসের চেয়েও সংগঠনটির নেতৃত্বপ্রত্যাশীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, এই সিন্ডিকেট প্রায় ১০ বছর ধরে ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।